[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস-২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, বাংলার সূর্য সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা আসির উদ্দিন, রুস্তম আলী। উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাকী সালাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফয়জুল ইসলামসহ উপজেলার সব দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান বলেন, ২৫শে মার্চ বাঙ্গালী জাতির জীবন সবথেকে একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ জাতির জীবনে একটা ভয়াবহ দিন এটা।এই দিনে হত্যা করা হয়েছিলো জাতির শেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধা, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখন,শিক্ষক, ছাত্র,কৃষক সহ সাধারণ মানুষের। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনগণ চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ কে পুরোপুরি ভাবে মানচিত্র থেকে মূছে ফেলতে এবং ঘুমন্ত বাঙ্গালীদের পুরোপুরি ভাবে নিঃশেষ করতে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, বাঙ্গালী জাতি বীরের জাতি।গণহত্যার পরও বাঙ্গালী জাতি পিছিয়ে আসেনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব বাঙ্গালী জাতি সকল প্রকার বাঁধা কাটিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো মহান বিজয়। ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ আমরা জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন করছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা আইসিটি) কবির হোসেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আজিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃনুরুল ইসলাম মালিক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃআবু হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবমন্দ ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ইয়াবাসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজনকে আটক করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই শিহাব উদ্দিন, এএসআই বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এএসআই আবেদুর রহমান, গোপন সংবাদের সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন আজমপুর মাঠপাড়ায়।

এ সময় পুরাতন ইট ভাটার মাঠের মধ্যে হতে কুষ্টিয়ার মিরপুর দক্ষিনকাড্ডা গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে মোঃ হাসান (২৮)কে চ্যালেন্জ করে।এসময় তার পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট হতে ১শ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ট্রাফিক সার্জেনের মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধার মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন সেলিমের মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সুফিয়া খাতুন (৮০) নামে এক বৃদ্ধা নিহতের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্ট মোড়ের কাছে ১ নাম্বার পানির ট্যাঙ্কের নিকটে এ দূর্ঘটনা ঘটে। পরে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কিছুক্ষন পরে মৃত্যু হয় তার।
বৃদ্ধা সুফিয়া খাতুন চুয়াডাঙ্গা শহরের সাদেক আলী মল্লিকপাড়ার মৃত. আব্দুল মজিদের স্ত্রী।

নিহত সুফিয়া খাতুনের বোনের মেয়ে সাজিদা খাতুন বলেন, প্রায় ৮ মাস পূর্বে আমার খালা সুফিয়া খাতুনের চোখ অপারেশন করা হয়েছিল। এরপর থেকে চোখে কম দেখতেন। আমি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার খালা রাস্তা পার হয়ে আমার কাছে আসছিলেন। এ সময় রাস্তা পারপারের সময় পুলিশের সার্জেন সেলিমের মোটরসাইকেলে ধাক্কা লেগে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান। পরে ওই পুলিশ আমার খালাকে কোলে করে নিয়ে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কিছুক্ষন পর খালার মৃত্যু হয়।

তিনি আরও বলেন, পুলিশের মোটরসাইকেলের গতি খুবই কম ছিল। আমার খালা চোখে কম দেখতেন বলে এঘটনা ঘটে। এ বিষয়ে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। বিনা ময়নাতদন্তে আমরা মরদেহ নিয়ে যেতে চায়।
জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নূর জাহান রুমি বলেন, সড়ক দূর্ঘটনা আহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কিছুক্ষন পর তার মৃত্যু হয়। মাথায় অতিরিক্ত আঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

মরদেহের সুরতহাল প্রস্তুতকারি চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান বলেন, ওই বৃদ্ধা চোখে কম দেখতেন। রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন সেলিমের মোটরসাইকেলে ধাক্কা লেগে আহত হন তিনি। হাসপাতালে নেয়ার পর বৃদ্ধা মারা যায়। অভিযোগ না থাকায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলবে বলেও জানান তিনি।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে সহিংসতায় আহত কর্মী মৃত্যু, প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সহিংসতার ঘটনায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত নৌকা সমর্থনকারী দবির আলীর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসার ১৩ দিনপর শুক্রবার (২৪ মার্চ) সকাল ১০ টার দিকে রাজশাহী

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত দবিরের লাশ শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় আলমডাঙ্গায় পৌঁছাই। মৃত্যুর ঘটনায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সমর্থনকারীরা লাশ নিয়ে পৌর এলাকার স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। মিছিলে দ্রূত আসামীদের গ্রেফতারের দাবি জানায়।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, গত ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে গত ১১ মার্চ রাতে আওয়ামীলীগের নৌকা প্রার্থী হায়াত আলি ও স্বতন্ত্র চশমা প্রার্থীর সমর্থকের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের ১১ জন আহত হয়। নৌকার সমর্থকের একই পরিবারের দুই ভাইসহ তিনজন গুরুত্বর আহত হয়। আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। গুরুত্বর আহত অবস্থায় দবির উদ্দীনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১২ দিন লাইফ সাপোর্ট (আইসিউতে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার সকাল ১০ টায় তিনি মারা যায়। শুক্রবার বিকেলে লাশ ময়নাতদন্ত শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভের নিকট পৌঁছালে স্থানীয় নেতারা লাশবাহী এ্যাম্বুলেন্স সহ প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এসময় উপস্থিত ছিলেন নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও নৌকার প্রার্থী হায়াত আলি সহ দুই শতাধিক নেতাকর্মী। প্রতিবাদ সমাবেশে নিহত দবির আলীর দ্রূত গ্রেফতারসহ ফাঁসির দাবি জানান।

নিহত দবির আলী ছেলে মোস্তাফিজুর ওরফে খোকন বলেন, আমার বাবা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াতের কর্মী ছিলেন। গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জহুরুলনগর গ্রামে আমার বাবাসহ কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এসময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী (বর্তমানে বেসরকারিভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত) নিজে উপস্থিত থেকে তার কর্মীরা হামলা চালায়। এতে আমার বাবা দবির আলী সহ আমার কয়েকজন কর্মী আহত হন। রাতেই আমার বাবাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিউতে ভর্তি করা হয়। টানা ১৩ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হেরে গেলেন বাবা। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আজ রাতে কিংবা আগামীকাল মরদেহ ময়নাতদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া শেষে চুয়াডাঙ্গায় নিয়ে আসা হবে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুল আলিম বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারিতে আহত দবির উদ্দিন গতকাল শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

মৃত্যু হয়েছে বলে জেনেছি। এ ঘটনার পূর্বে মারধরের মামলা করেছিলেন নিহতের ছেলে। নিহতের পরিবার হত্যা মামলা দায়ের করলে আমরা গ্রহন করব।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (১৬ মার্চ) অনুষ্ঠিত নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার চশমা প্রতীক নিয়ে ৪ হাজার ৮০ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় তামাক ঘরে অগ্নিকান্ড,৭০ হাজার টাকার ক্ষতি

আলমডাঙ্গার কাশিপুর গ্রামে তামাক জ্বালানো পাইপের মাধ্যমে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় তামাকের ঘরে থাকা প্রায় ৭০ হাজার টাকার তামাক পুড়ে ছাই হয়েছে। ঘটনাটি শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় বেলগাছি ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামে ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে কৃষক তাজ উদ্দীন আহমেদ। তিনি শুক্রবার বিকেলে তামাকে ঘরে আগুনের তাপ দিচ্ছিলো। এসময় তামাকে পাইপের তাপে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ঘরে থাকা প্রায় ৭০ হাজার টাকার তামাক পুড়ে ভস্কিভুত হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

দামুড়হুদায় গাড়ল পালনে স্বাবলম্বী শান্তিরুল ইসলাম

ভেড়ার চেয়ে আকারে বড় ও মাংসের পরিমাণ বেশি। তবে দেখতে ভেড়ার মতই। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছেন ‘গাড়ল’ সারা দেশে ব্যাপকভাবে গাড়ল পালন ছড়িয়ে পড়ছে। ভেড়া পালনের জায়গা এখন গাড়লের দখলে। গাড়ল পালনে খরচ কম, লাভ বেশি হওয়ায় এবং এর চাহিদা বৃদ্ধির পাওয়ায় চুয়াডাঙ্গায় আগ্রহ বেড়েছে খামারীদের। গাড়ল দেখতে সাধারণত ভেড়ার মতোই লাগে কিন্তু ভেড়া নয়, আকারেও ভেড়ার চেয়ে কিছুটা বড়।

এরা লোনা পানি এলাকায় সহজে মানিয়ে নিতে পারে। এগুলো আসলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নাগপুর অঞ্চলের ছোটনাগপুরি জাতের ভেড়ার সঙ্গে আমাদের দেশি ভেড়ার ক্রস ব্রিড। এই ক্রস ব্রিডের নামকরণ করা হয় ‘গাড়ল’ (গাড়ল এবং ভেড়ার সমন্বয়ে জন্ম নেওয়াকে ক্রস ব্রিড বলা হয়েছে)। এরা সাধারণত ৭-৮ মাস পর পর একটি করে বাচ্চা দিয়ে থাকে।

আর এই গাড়ল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের চারুলিয়া গ্রামের মৃত নুর ইসলামের ছেলে শান্তিরুল ইসলাম। তিনি গত ২০০১ সালে কলকাতা থেকে ১০টি গাড়লের বাচ্ছা এনে খামার শুরু করেছিলো। দুই বছরের মাথায় লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন তিনি। এখন তাঁর খামারে গাড়ল আছে ২৭৫টি। বর্তমানে মাঠে ছেড়ে দিয়েই খাদ্যের চাহিদা পুরন হয়। বাড়তি কোন খাদ্যোর প্রয়োজন হয় না। বছরে দুই বার ১ থেকে ২টি করে বাচ্ছা দিয়ে থাকে গাড়ল। মাচার উপর গাড়ল থাকতে পছন্দ করে। এতে করে স্যাতস্যাতে পরিবেশ পছন্দ করে না। মাচার উপর থাকায় গাড়লের বৃষ্ঠা নীচে পড়ে যায়। নিচে পড়া বৃষ্ঠা জৈব সার হিসাবে বিক্রি করা যায়।

ভেড়ার একটি উন্নত প্রজাতি গাড়ল। এগুলো দেখতে প্রায় ভেড়ার মতো। দেশি ভেড়ার চেয়ে এটি আকারে বড়, মাংসও বেশি হয়। গাড়লের লেজ লম্বা হয়। মাংসের চাহিদা মেটাতে দেশেই এখন চুয়াডাঙ্গা জেলায় বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠেছে গাড়লের খামার। গাড়লের খামারে কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকের। অনেকে সফলতাও পেয়েছে আবার গাড়ল পালন করে, ভাগ্য বদল করে স্বাবলম্বী হয়েছেন যেমন দামুড়হুদার চারুলিয়ার শান্তিরুল ইসলাম।

গাড়ল পালনকারী শান্তিরুল ইসলাম জানান, ২০০১ সালে কলকাতা থেকে

মাত্র ১০টি গাড়লের বাচ্চা কিনে পালন শুরু করি। এর পর থেকে আর পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এক সময় সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকতো। এখন বার্ষিক ১০ থেকে ১২লাখ টাকা আয় হচ্ছে। তিন জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কোনো প্রকার সহযোগিতা পায়নি, তবে সরকারি সহযোগীতা ও সহজ শর্তে ঋন পেলে আরো বড় করে গড়ে তুলবো খামার, আমার এক হাজার পিচ গড়লের খামার তৈরি করার ইচ্ছা। সরকারি কোনো সাহায্য পেলে গড়ে উঠবে আরও অনেক গাড়লের খামার এবং মাংসের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে বলেও মনে করেন খামারী শান্তিরুল ইসলাম।

শান্তিরুল ইসলাম আরও জানান, গাড়লের মাংস গন্ধ মুক্ত সুস্বাদু। পুষ্টি গুনেও ভাল। দেশের দক্ষিনবঙ্গে এ মাংসের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতি কেজি মাংস ১হাজার থেকে ১১শ টাকা দরে বিক্রি হয়। আমি তিন রকম গাড়ল প্রজাতির ভেড়া পালন করছি। তুলনামূলক গৃহপালিত অন্য প্রাণির চেয়ে গাড়লের রোগ বালাই কম হয় এবং দ্রুত মাংস বৃদ্ধি হয়। গাড়লের মাংসে চর্বি কম থাকে।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার বলেন, দামুড়হুদা উপজেলায় বেশ কয়েকটি গাড়ল খামার গড়ে উঠেছে। অনেকেই স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এই গাড়ল পালনে আগ্রহী হচ্ছে। গাড়ল পালনে তেমন বাড়তি খরচ হয় না। গাড়ল তৃন ভুজি প্রাণী। সবুজ ঘাস খেতে পছন্দ করে। চরন ভুমি থাকলে গাড়লের জন্য বাড়তি খাবারের প্রয়োজন হয় না। তেমন রোগবালাই হয় না।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান, ৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে ১১০ লিটার তাড়ি ও ২০ গ্রাম গাঁজাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। পরে তাদের ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৩ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া

মন্ডলকে (৩৮)। এসময় ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালতে বদর মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ প্রদান করেন বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সাদাত হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা অসহায় ও দুস্থ মাঝে ঢেউ টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে অসহায় ও দুস্থ নারী-পুরুষের মাঝে ঢেউ টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদের অর্থায়নে, জেলা পরিষদ চত্বরে নারী-পুরুষের মাঝে টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মঞ্জু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভার:) মিজানুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা রমজান আলী, সহকারী প্রকৌশলী আছিয়া খানম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান, আ্যাড: মুন্সি সিরাজ, সংরক্ষিত মহিল সদস্য নুরুন্নাহার, হাসিনা খাতুন, কাজল রেখা, তানিয়া বেগম সহ চেয়ারম্যান এর ব্যক্তিগত পি এস হৃদয় হাসান প্রমুখ।

এসময় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু বলেন, জেলা পরিষদ হচ্ছে সকল শ্রেণির প্রতিষ্ঠান। জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজ করাই আমাদের দায়িত্ব। এরইমধ্যে জেলা পরিষদ থেকে শিক্ষা বৃত্তিসহ পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারই অংশ হিসাবে গরীব ও দুস্থ নারী-পুরুষের মাঝে জেলা পরিষদের পক্ষ।

এ সময় অসহায়, দরিদ্রদের ১২ জনের মাঝে ঢেউটিন ও ১৮ জনের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করে।